بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৭ বৈশাখ ১৪৩৩
১০ মে ২০২৬

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) একটি সুসংগঠিত সেবামুখী প্রতিষ্ঠান, যা দেশের নারী ও শিশুদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কার্যকর পরিকল্পনা ও ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সংগঠনটি পুলিশ পরিবারের পাশাপাশি অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে পুনাকের বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে স্মরণিকা প্রকাশ তাদের সেবামূলক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন। এই উপলক্ষে পুনাকের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী। বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা গেলে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে। নারীদের তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নেতৃত্ব, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও সুরক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সমাজে তাদের অংশগ্রহণ ও সক্ষমতা আরও দৃঢ় হবে।

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে নারীর ক্ষমতায়নে গৃহীত যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা এবং মরহুম বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের সময় দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা ছিল বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

একই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার পরিবারের নারী প্রধানের নামে 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এটি রাষ্ট্র ও সমাজে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবেই সরকার বিবেচনা করছে। এর পাশাপাশি নারীদের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ, নারীদের উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণ, নারীর প্রতি অপরাধ দমনে কঠোর অবস্থান গ্রহণ, নারী-বান্ধব কর্মস্থল প্রতিষ্ঠা এবং অনলাইনে নারীর প্রতি বুলিং ও সাইবার সহিংসতা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশ পুলিশের নারী সদস্যদের কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধি করে জনসেবা আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে নারী-বান্ধব পুলিশিং প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভাগীয় শহরগুলোতে পুলিশ সদস্যদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি থানাগুলোতে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সার্ভিস ডেস্কের সেবার মানোন্নয়নে আধুনিকায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পুনাক প্রায় চার দশক ধরে পুলিশের কাজের পাশাপাশি সমাজের নারী, শিশু, অসহায় ও দুঃস্থ বয়স্কদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। পুনাকের উৎপাদিত নানারকম পণ্য নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছে। তাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চর্চার কার্যক্রম শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশেও সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুনাকের এ কার্যক্রম দেশের অন্যান্য সংগঠনের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে বলেই আমার বিশ্বাস।

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে আমি পুনাকের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পুনাক কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা এবং পুনাকের ধারাবাহিক অগ্রগতি প্রত্যাশা করছি।

তারেক রহমান